সংবাদ

তারিখ 20 JUN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি, বিসিএস ফোরাম ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দ্বন্দ্ব চরমে

বিঘ্ন ঘটছে কলেজ ও প্রশাসন কার্যক্রমে

রাকিব উদ্দিন

বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতি ও এর অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ফোরাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে ক্যাডারের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে। এ সরকারের আমলে শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি বাস্তবায়ন ও সমস্যা নিরসন না হওয়ায় এ বিরোধের সৃষ্টি হয়েছে। এতে সারাদেশের ২৫৩টি সরকারি কলেজসহ ২৯৭টি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রায় ১১ হাজার কর্মকর্তার মধ্যে বদলি আতঙ্ক, ক্ষোভ, হতাশা বিরাজ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে একাডেমিক কার্যক্রম। শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের ধরে ১৫ জুন বিসিএস শিক্ষা সমিতির বার্ষিক সাধারণ সভায় হাতাহাতির ঘটনাও ঘটেছে। সিদ্ধান্ত ছাড়াই শেষ হয়েছে ওই সভা। অনুসন্ধানে জানা গেছে, শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ বিরোধের মূল কারণ হলো সরকার সমর্থক কর্মকর্তাদের বঞ্চনা। আর আমলা ও সমিতির শীর্ষস্থানীয় নেতাদের আশীর্বাদে রাজধানীর সরকারি কলেজ, মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতর (মাউশি), শিক্ষা বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন পেয়েছেন ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগীরা। গুরুত্বপূর্ণ পদে পদায়ন, পদোন্নতি ও সমিতির নেতৃত্বসহ সবকিছুতেই এগিয়ে

বিসিএস : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

বিসিএস : সাধারণ শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আছেন বিএনপি-জামায়াতের সুবিধাভোগীরা। ফলে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম।

বিসিএস শিক্ষা সমিতির নেতারা অভিযোগ করেছেন, গত তিন বছরে সাধারণ শিক্ষকদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে ব্যাপক ফারাক সৃষ্টি হয়েছে। আমলাদের পছন্দের কিছু শিক্ষকের পদোন্নতি ও রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ কলেজ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পদায়ন ছাড়া সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা কিছুই পায়নি। ১৫ জুন শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিবের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় বিসিএস শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন বলেছেন, এ সরকারের আমলে সরকারি কলেজের শিক্ষকরা তেমন কিছুই পায়নি। শিক্ষকদের অর্জিত ছুটি ও পদের আপগ্রেডেশন হয়নি। পদ সৃষ্টি হয়েছে অল্পকিছু। বাস্তবায়ন হয়নি সুপার নিউমারারি পদ সৃষ্টি করে ব্যাচভিত্তিক পদোন্নতি, ওয়ারেন্ট অফ প্রেসিডেন্সি সরকারি কলেজ শিক্ষকদের যথাযথ অবস্থান নির্ধারণ।

দাবি পূরণ না হলেও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, ন্যাশনাল একাডেমি ফর প্রাইমারি এডুকেশন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল কমিশন ফর ইউনেস্কোসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা ক্যাডারের পদায়ন বন্ধ করে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তাদের পদায়ন করা হচ্ছে। এখন নতুন করে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরকে (মাউশি) শাখা বিভক্ত (বাইফারকেশন) এবং স্বতন্ত্র সরকারি শিক্ষা কর্মকমিশন গঠনের নামে এসব প্রতিষ্ঠান আমলাদের অন্তর্ভুক্তির পাঁয়তারা চলছে বলেও শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন।

তবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, এ সরকারের আমলেই শিক্ষকরা বেশি সুবিধা পেয়েছে। পদোন্নতি ও বেতন-ভাতা বেড়েছে। কিন্তু বিভিন্ন ফোরামের নেতারাও বলেছেন এ সরকারের আমলে বিএনপি-জামায়াতপন্থি শিক্ষক ও আমলাদের আশীর্বাদপুষ্ট ব্যক্তিরাই সবচেয়ে বেশি পদোন্নতি ও সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠানে পদায়ন পেয়েছে।

এ ছাড়াও সমিতির নেতাদের জবাবদিহিতা না থাকা, প্রভাবশালী কর্মকর্তাদের বছরের পর বছর ঢাকায় পদায়ন, শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি আদায়ে ব্যর্থতা, সাধারণ শিক্ষকদের পেশাগত কর্মকাণ্ডে সমিতির অযাচিত হস্তক্ষেপ, যোগ্য-দক্ষ ও সরকার সমর্থক শিক্ষকরা পদোন্নতি বঞ্চিত হওয়া, পদোন্নতি পেয়েও যথাযথ পদে পদায়ন না পাওয়া, শিক্ষকদের সঙ্গে প্রশাসন ক্যাডার কর্মকর্তাদের অসৌজন্যমূলক আচরণ অবদমনে সমিতির নিরুত্তাপ ভূমিকার জন্যও সাধারণ শিক্ষকরা বিক্ষুব্ধ হচ্ছে বলে ২৪তম ও ১৬শ' বিসিএস শিক্ষা ফোরামের নেতারা অভিযোগ করেছেন।

২৪তম ও ১৬শ' বিসিএস শিক্ষা ফোরামের নেতাদের বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিসিএস সাধারণ শিক্ষা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুন সংবাদকে বলেছেন, '১৬শ' বিসিএস ফোরামের সভাপতি হলেন শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস (মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ)। তিনি এক বছর আগে সভাপতি হয়েছেন। তাহলে তিনি কি শিক্ষকদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া আদায়ে বিরোধিতা করছেন'? প্রফেসর ফাহিমা খাতুন আরও বলেন, 'কলেজ শিক্ষকদের একটি মূল দাবি হলো অর্জিত ছুটি। এটি বাস্তবায়ন হলে তো এপিএস'ও এ ছুটি ভোগ করবেন। তাহলে মন্ত্রীর কাছে থেকে তিনি এ দাবি বাস্তবায়নে কাজ করছেন না কেন?'

শিক্ষামন্ত্রীর এপিএস মন্মথ রঞ্জন বাড়ৈ বর্তমানে বিদেশে অবস্থান করছেন। তবে এ বিষয়ে ২৪তম বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ফোরামের সভাপতি বিজয় কুমার ঘোষ সংবাদকে বলেছেন, 'বিসিএস শিক্ষা সমিতির সঙ্গে ফোরামের কোন বিরোধ নেই। কিন্তু সমিতির নেতৃত্বে থাকা একটি স্বার্থান্বেষী অপশক্তি সভাপতির নাম ব্যবহার করে সরকারের উন্নয়ন ও অগ্রযাত্রা ব্যাহত করছে। তারাই সমিতির পদ হারানোর ভয়ে এখন ফোরামের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। তারা ফোরামের কার্যক্রম বন্ধের সুযোগ খুঁজছেন'।

জানা গেছে, বর্তমানে সারাদেশে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তার পদ আছে ১৪ হাজার ৪৩৪টি। এর মধ্যে এর মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন হাজার পদ শূন্য আছে। এর মধ্যে আবার ১৬শ' বিসিএস ফোরামের সদস্য আছেন এক হাজার ২৬০ জন এবং ২৪তম বিসিএস ফোরামের সদস্য আছেন দুই হাজার ৩৬৬ জন। বিসিএস শিক্ষা সমিতির সম্মতিক্রমেই বিভিন্ন ফোরামের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। কিন্তু এখন সমিতির কর্তাব্যক্তিরা অভিযোগ করছেন শুরুতে ফোরামের উদ্দেশ্য ছিল বছরে একত্রে মিলেমিশে পিকনিক এবং আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা। কিন্তু এখন ফোরামের নামে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অনৈতিক তদবির এবং পরস্পরবিরোধী তৎপরতা চলছে। এতে শিক্ষা ক্যাডারের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।

এ বিষয়ে ১৬শ' বিসিএস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক আবুল বাশার (মাউশির সহকারী পরিচালক) সংবাদকে বলেছেন, 'সমিতির ভাঙনের দায়দায়িত্ব আমরা নেব না। কারণ আমিও সমিতির নেতা ছিলাম। বর্তমানে ১৬শ' ফোরামের সব সদস্যই বিসিএস সাধারণ সমিতির সদস্য। ফোরাম করা হয়েছে কেবল পিকনিক আর আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধির জন্য'।

বিতর্কিত ও সুবিধাভোগী কর্মকর্তাদের আমলনামা প্রস্তুত হচ্ছে : শিক্ষা প্রশাসনের সুবিধাভোগী, দুর্নীতিবাজ এবং যারা শিক্ষা জীবনে সরাসরি ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাদের আমলনামা তৈরি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়। এসব কর্মকর্তার কাছে বিগত সময়ে আওয়ামী ও বাম ঘরানার শিক্ষক ও কর্মকর্তারা নানাভাবে নিগৃহিত হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের কয়েকজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বিতর্কিত ব্যক্তিদের তালিকা তৈরি করছেন।

যারা চিহ্নিত : প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্র জানায়, মাউশি, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ঢাকা শিক্ষা বোর্ড, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, কারিগরি শিক্ষা অধিদফতর এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন সাবেক চারদলীয় জোটের সুবিধাভোগী প্রায় দুই শতাধিক শিক্ষক ও বিতর্কিত কর্মকর্তা। তাদের বিরুদ্ধে আছে দুর্নীতি ও অনিয়মসহ নানা অভিযোগ। এসব কর্মকর্তার ছাত্রজীবন ও বিগত জোট সরকারের সময়ের কর্মস্থলের পুরো চিত্র প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পাঠানো হচ্ছে।

তাদের মধ্যে আছেন মাউশির উপ পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ইমরুল হাসান, একই শাখার সহকারী পরিচালক এমএএম মোছাব্বির, মাউশির এইচআরএম ইউনিটের উপপরিচালক আশরাফুন্নেছা ও সহকারী পরিচালক এএইচএম ইউসুফ, পিএমকিউএইউ প্রকল্পের উপপরিচালক তৌফিক আহম্মদ ও একই প্রকল্পের গবেষণা কর্মকর্তা মনিটরিং অ্যান্ড ইভালুয়েশন উইংয়ের সহকারী পরিচালক মাহবুবা ইসলাম, ড. রেহানা বেগম ও শামীম আহসান খান।

এছাড়াও বিতর্কিত তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের উপ-সচিব এসএম কামাল উদ্দিন হায়দার ও উপ-কলেজ পরিদর্শক তাজিব উদ্দিন, ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং (টিটিসি) কলেজের শিক্ষক এসএম আবু সাঈদ, টিটিসির (এটাচড বা সংযুক্ত) সহকারী অধ্যাপক আবদুর রহিম এবং সহযোগী অধ্যাপক ফেরদৌসী পারভিন, ঢাকা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক খান রফিকুল ইসলাম। প্রসঙ্গত গত বছর বিসিএস শিক্ষা সমিতির নির্বাচনে শিক্ষা ভবনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদের মধ্যে ১৭৯টি ভোট পড়েছিল বিএনপি-জামায়াতপন্থির বাক্সে।